২৭-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সুখদাতা বাবাকে অনেক অনেক ভালবেসে স্মরণ করো , স্মরণ ছাড়া ভালবাসা হতে পারেনা "

প্রশ্নঃ - বাবা প্রতিদিন স্মরণের অভ্যাস করার ঈঙ্গিত কেন দেন ?

উত্তরঃ - কেননা স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে । স্মরণের দ্বারাই পুরো বরসা নিতে পারবে। আত্মার সকল বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে । বিকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । সাজা থেকে রেহাই পাবে । স্মরণ যত করবে খুশিও ততই থাকবে । লক্ষ্য (মঞ্জিল) সমীপে অনুভব হবে । কখনও ক্লান্ত থাকবেনা। বেহদের সুখ প্রাপ্তির জন্য স্মরণের অভ্যাস তাই অবশ্যই করতে হবে ।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না . . .

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা গানের এই কলির অর্থ বুঝেছে । তোমরা এখন জীবনে থাকতেই বেহদের বাবার হয়েছ । সারা কল্পে তো হদের বাবার হয়েছিলে । সত্যযুগেও হদের বাবারই থাকো । এখন শুধুই তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বেহদের বাবার হয়েছ । তোমরা জেনেছ বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের বরসা নিই অর্থাত্ বিশ্বের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হই । যদি বাবাকে ছেড়ে দিই তবে রাজ্য অধিকার পাওয়া যাবেনা । যদিও বা তোমরা বুঝিয়ে দিচ্ছ কিন্তু অল্পতে তো কেউ রাজী হয় না । মানুষ অনেক ধন চায় ; ধন ব্যতীত সুখ হয়না । ধনও চাই , শান্তিও চাই , নীরোগ কায়াও চাই । তোমরা বাচ্চারাই জেনেছ দুনিয়ায় আজ কি আছে আর কাল কি হবে ! বিনাশ এখন একেবারে সামনে উপস্থিত , এই কথা আর কারও বুদ্ধিতে আসেনা । যদি বোঝেও বিনাশ সামনে এসে গেছে তবুও কি করতে হবে তা' জানেনা । তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারছ , তোমাদের এমন আভাসও হয় - যে কোনও সময় লড়াই লেগে যেতে পারে , সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গেই দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে যেতে পারে । দেরী লাগবেনা । আগেও কত সামান্য কথাতেই বড়সড় লড়াই লেগেছিল । বাচ্চারা জানে পুরনো দুনিয়া এই শেষ হলো বলে ! এইজন্য তাড়াতাড়ি বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের সত্বাধিকার নিতে হবে । বাবাকে সদা স্মরণ করলে অনেক খুশিতে থাকবে । দেহ-অভিমান আসার কারনেই সেই খুশিও গায়েব হয়ে যায় । দেহ-অভিমানী হচ্ছ যখন তবে তো নিশ্চয়ই বাবাকে স্মরণ করছ । দেহ-অভিমানে থাকা মানে বাবাকে ভুলে দুঃখকে সাথী করে নেওয়া । বাবাকে যত স্মরণ করবে , বেহদের বাবার থেকে ততই সুখের আমদানি করতে পারবে । তোমরা এখানে এসেছই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে । রাজা-রাণী আর প্রজার চাকরবাকর , অনেক তফাত ! এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে প্রাপ্ত পদই কল্প-কল্পান্তরে কায়েম থাকে । পশ্চাতে সকলের সাক্ষাত্কার হবে - আমরা কতখানি পুরুষার্থ করেছি । বাবা এখনও বলছেন নিজের স্থিতিকে দেখতে থাক । মিষ্টি মধুর বাবা , যাঁর থেকে স্বর্গ রাজ্যের প্রাপ্তি হয় তাঁকে আমরা কতটুকু স্মরণ করি ! তোমাদের পুরুষার্থ-এর সমস্ত মূল হলো স্মরণে । স্মরণ যত করবে ততই খুশিতে থাকবে । বুঝতে পারবে , ব্যস্ একেবারে কাছে এসে পৌঁছেছি । কেউ তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে , জানিনা মঞ্জিল আর কতদূর ! পৌঁছলে জানব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে । দুনিয়ার লোকেদের এও জানা নেই ভগবান কাকে বলা হয়ে থাকে । বলেও , হে ভগবান ! আবার বলবে পাথর -নুড়ি -কাঁকরের মধ্যে , ভগবান সর্বত্র । সর্বত্রই যদি ভগবান তবে তাঁকে খোঁজা কেন ! এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ আমরা বাবার হয়েছি । বাবার

শ্রীমতেই এখন চলতে হবে । যদিও -বা বিলেতে থাকো , সেখানে থেকেও শুধুই বাবাকে স্মরণ কর । তোমরা শ্রীমত্ তো পেয়েই গেছ । আত্মা বাবার স্মরণ ব্যতীত তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারেনা । তোমরা বলো - বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করব । যেরকম আমাদের বাবা (ব্রহ্মাবাবা) বরসা নেন , আমরাও পুরুষার্থ করে তাঁর উত্তরাধিকারের গদিতে বসব । মাম্মা-বাবা রাজ-রাজেশ্বর, রাজ-রাজেশ্বরী হন ; আমরাও সেইরকমই হব । পরীক্ষা তো সকলের জন্য এক । অল্পবিস্তর তোমাদের শেখানো হয় , শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ কর । একে বলা হয়ে থাকে রাজযোগ বল । তোমরা বুঝতে পারো যোগের মাধ্যমে অনেক বল প্রাপ্তি হয় । আমরা কোনও বিকর্ম করলে অনেক সাজাও প্রাপ্ত করতে হবে , পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে । স্মরণের পথকেই মায়া বিঘ্নিত করে । তোমরা জেনেছ আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি । যে ব্রাহ্মণ হবে সে-ই নিমিত্ত হবে । ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত তোমরা বাবার থেকে বরসা অর্থাত্ স্বর্গীয় রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না । বাবা বাচ্চাদের রচনা করেনই বরসা দিতে অর্থাত্ স্বর্গের রাজ্যভার তুলে দিতে । আমরা তো শিববাবারই । উঁনি নতুন সৃষ্টি রচনা করেন স্বর্গরাজ্যের সত্বাধিকার দিতে । শরীরধারীদেরই বরসা দেবেন আত্মারা তো ওপরেই থাকে । ওখানে তো বরসা বা প্রালব্ধর কোনো কথাই নেই । তোমরা এখন পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ অর্জন করছ । যা দুনিয়ার কারও জানা নেই । সময় এখন সামনে এসে যাচ্ছে । সবসময় হুঁশিয়ার করছে অমুকে যদি এমন করে তবে আমরা তাদের উড়িয়ে দেব অর্থাত্ নির্মূল করে দেব । সবকিছু ধ্বংস করার প্রস্তুতি চলছে । বম্ব ইত্যাদি রেখে দেওয়ার জন্য নয় । প্রস্তুতি অনেকই হচ্ছে । বৃটিশ গভর্মেন্ট-এর সময় পাকিস্তান , হিন্দুস্তান ছিল কি ? লেখা আছে যবনদের লড়াই । পাণ্ডব আর কৌরবের লড়াই নয় । চিরকাল যবনরাই লড়াই করছে । বম্ব সব প্রস্তুত । বাবা এখন আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো , তা -না হলে পশ্চাতে অনেক কাঁদতে হবে । পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে জলে গিয়ে ডুবে মরে । এখানে তো রাগের কথা নেই ! পশ্চাতে তোমাদের অনেক সাক্ষাত্কার হবে । আমরা কি - কি হব তাও জানা হয়ে যাবে । বাবার কাজ হলো পুরুষার্থ করানো । বলছেন , বাচ্চারা কর্ম করতে করতে স্মরণ কোরো , ভুলে যাচ্ছ বা সময় পাচ্ছ না ! তো ঠিক আছে , ব'সো । স্মরণে বসে বাবাকে স্মরণ করো । নিজেদের মধ্যে তোমরা মিলিত হয়েও এই চেষ্টা করো আমরা বাবাকে স্মরণ করব । মিলিতভাবে বসে স্মরণ করলে তা' স্মরণের পথকে সুগম করে তোলে । মূল উদ্দেশ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা । এখানে , সংগঠনে আস বা না-ই আস । কেউ বিলেত গেলে তো আসতে পারবে না । ওখানে গিয়েও একটা কথা মনে রেখো ; বাবাকে স্মরণ করেই কিন্তু তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে । বাবা (ব্রহ্মাবাবা) সর্বদা বলছেন শুধুমাত্র একটা কথাই স্মরণে রেখো - শিববাবাকে স্মরণ করো । বাবা বলছেন - মনমনাভব । আমাকে স্মরণ করলেই বিশ্বের মালিক হবে । আসল কথাটা হলো বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কোথাও যাওয়া -আসা এসবের কথা না , ঘরে ব'সো আর শুধু বাবাকে স্মরণ করো । পবিত্র না হলে স্মরণ করতে পারবে না । এরকম তো কখনও হয়না যে ক্লাস -এ এসে সবাই পড়বে ! মন্ত্র নিয়ে যদি কোথাও চলেও যাও , বাবা তো সতো প্রধান হওয়ার রাস্তা বলেই দিয়েছেন । এমনিতে সেন্টারে এলে নতুন নতুন পয়েন্ট শুনতে পাবে । যদি কোনও কারণে না আসতে পারলে , বর্ষা হচ্ছে অথবা কার্ফু চলছে তবে তো বাইরে বেরোতেই পারবে না ; তাহ'লে আর কি করা যাবে ! বাবা বলে দিয়েছেন কোনও সমস্যা নেই । যে কোনখানেই থাকো তোমরা বাবার স্মরণে থেকো । চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । অন্যদেরও এই বলো যে বাবার স্মরণ করাতেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে দেবতায় পরিণত হবে । শব্দই হল দুটো । বাবা বলছেন - এই শৈশব ভুলে যেওনা । আজ হাসছ কাল হয়তো কাঁদতে হতেও পারে যদি বাবাকে ভুলে যাও । বাবার থেকে বিশ্বরাজ্যের ভার সম্পূর্ণতার

সাথে নিতে হবে । এরকম অনেকেই আছে যারা বলে স্বর্গে তো যাব তারপর ভাগ্যে যা আছে । এরকম ভাবনাচিন্তাকে পুরুষার্থ করছে বলা যাবেনা । মানুষ পুরুষার্থ করেই উচ্চ পদ পাওয়ার জন্যে । এখন যখন বাবার থেকে উঁচু পদ পাওয়া যাবে , তবে কি গাফিলতি করা উচিত্ ! স্কুলে গিয়ে না পড়লে তবে তো লেখাপড়া জানা সকলের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে হবে । বাবাকে যথার্থভাবে স্মরণ না করলে তবে তো সেখানে গিয়ে প্রজারও চাকরবাকর হতে হবে । এতে কি আদৌ খুশি হওয়া ঠিক ! তাই বাবা বুঝিয়েছেন - বাধ্য এবং মনোযোগী মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বাবার সামনে বসে জ্ঞানপ্রাপ্ত করে রিফ্রেশ হয় অর্থাত্ আত্মার ভাবকে জাগ্রত করে । অনেক বন্ধেলিয়া (ঘর-গৃহস্থালীর ঘেরাটোপে আবদ্ধ স্ত্রী লোকেরা) আছে ; কোনও তো অসুবিধে নেই , ঘরে বসেই বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের কত সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে , মৃত্যু সামনে উপস্থিত , হঠাত্ করেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে । সবসময়ই তো একজন আরেকজনকে বলে চলেছে সামান্য গড়বড় করলে আমরা এই করব -তাই করব ! কিছু হবার আগেই বলে দেয় , বম্ব-এর অহংকার খুব । বাবা বলছেন - বাচ্চারা যোগবলের প্রতি একেবারে সতর্ক হয়নি , এরকম না হয় যে তোমরা সম্পূর্ণ তৈরী হওয়ার আগেই লড়াই লেগে গেল । কিন্তু ড্রামা অনুসারে এরকম কিছু হবেই না । বাচ্চারা পুরো বরসা এখনও নেয়নি এইজন্য এই নিশ্চয় হচ্ছে লড়াই -ঝগড়া হবেই , এবং তা হলেও বন্ধ হয়ে যাবে কেননা রাজধানী এখন স্থাপনা হয়নি । সময় লাগবে । পুরুষার্থ করাতে থাকছে, জানা নেই যে কোনও সময় যা কিছু হয়ে যেতে পারে । সবকিছুর স্থানচ্যুতি ঘটে ; এরোপ্লেন , ট্রেন ইত্যাদিও স্থানচ্যুত হয় , মৃত্যু যেন সবসময় শমন হাতে দাঁড়িয়ে আছে । ধরণীও দুলে ওঠে । সবচেয়ে বড় বিনাশ হবে ভূমিকম্পে । কিন্তু বিনাশ হওয়ার আগে বাবার থেকে বিশ্বরাজত্বের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে এইজন্য অতি আনন্দে , ভালবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা আপনি ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । কত সহজ এই রীতি যেন ছোট ছোট বাচ্চাদের বোঝানো হচ্ছে আর কোনও কষ্ট দেব না , শুধু স্মরণ করো । আর কামচিতায় বসে যে তোমরা জ্বলে পুড়ে মরছ , তা' এখন জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র করে নাও । তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় আপনাদের উদ্দেশ্য কি ? বলে দাও , যিনি সবার বাবা তিনি বলছেন মামেকম্ স্মরণ করো অর্থাত্ আমাকে স্মরণ করে নিজেদের বিকর্ম বিনাশ করো এবং তাতে তোমরা তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হয়ে যাবে । সকলের সদগতিদাতা এক বাবা । বাবা এখন বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তবে আত্মার ওপর যে মরচে পড়েছে তা' ঝরে যাবে । এতটুকু এই বার্তা তো সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে ! নিজে স্মরণ করলে তবে অন্যকেও স্মরণ করাতে পারবে । অন্যকে মন থেকে বলতে হবে নয়তো তা' হৃদয়ের ভাষা হবেনা । বাবা বলেন - যেখানেই থাকো যত সম্ভব শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । যদিওবা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট ইত্যাদি হয় । তবুও ঘরেই তো থাকবে । ঘরে থেকে আমাকে স্মরণ করতে হবে , যে-ই মিলিত হোক এই শিক্ষা তাকে দাও - মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে । বাবা বলেন , তোমরা সকলেই তমঃপ্রধান , পতিত হয়েছ , এখন আমাকে স্মরণ ক'রে পবিত্র হও । আত্মাই পতিত হয় , সত্যযুগে হয় পবিত্র আত্মা । বাবাকে স্মরণ করেই আত্মা পবিত্র হবে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই । এই বার্তা জনে জনে দিতে থাকো তবে অনেকেরই কল্যাণ করা হবে এবং কোনও কষ্ট দেবনা । পুরুষোত্তম মাসে (শ্রাবণ মাসে) শিবমন্দিরে গিয়েও বোঝাও যে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম কে ? সত্যযুগ আদিতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পুরুষোত্তম ছিলেন । এঁনাদের এইরকম বানানোর কারিগর অর্থাত্ স্বর্গের স্থাপনা করেছেন বাবা । সকল আত্মাকে পবিত্র করে গড়ে তুলেছেন পতিত-পাবন বাবাই । সর্বোত্তম থেকেও উত্তম পুরুষ গড়েছেন এক বাবা । যিনি পূজ্য ছিলেন পরে আবার তিনিই পূজারী হয়েছেন । বাবাকে স্মরণ করার পথ অন্যকেও বলে দিতে হবে । বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধাদেরও

এই সেবা করা উচিত্ । বন্ধুবান্ধব -আত্মীয়স্বজন সকলকে বাবার পরিচয় দাও । "বলো , শিববাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে স্বর্গের মালিক হতে পারবে ।" নিরাকার শিববাবা সকলের সদগতি দাতা বাবা , সব আত্মাকে বলেন - "আমাকে স্মরণ করলে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো" এইটা বোঝানো তো সহজ । বৃদ্ধারাও এই সেবা করতে পারে । এই-ই হলো মূল কথা । বিয়ের অনুষ্ঠানে যাও বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে , যেখানেই যাও , সবাইকে শোনাও । গীতার ভগবান বলেন - "আমাকে স্মরণ করো" , এই কথা সকলের পছন্দ হবে । বেশী বলার দরকারই পড়বে না । কেবলমাত্র বাবার বার্তা পৌঁছাতে হবে যে , বাবা বলেন - "আমাকে স্মরণ করো ।" আচ্ছা ! এইভাবে মনে করো , ভগবান প্রেরণা দিচ্ছেন । স্বপ্নে সাক্ষাত্কার হয় , কণ্ঠস্বরের আওয়াজ শোনা যায় - বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা নিজেরা শুধু এই চিন্তা করলে তবে এই সৃষ্টি সংসারের বেড়া পার হয়ে যাবে । বাস্তবে আমরা বেহদের বাবার হয়েছি এবং বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্যে স্বর্গ রাজ্যের ভার গ্রহণ করছি , তবে তো খুশি থাকাই উচিত্ । বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই কষ্ট পেতে হয় । বাবা কত সহজে বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো তবে সবাই বুঝবে এদের মানে তোমাদের একেবারে ঠিক রাস্তা মিলেছে । এই রাস্তার হদিস কখনও আর কেউ বলে দিতে পারেনা । সময় এমন হবে যে তোমরা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারবেনা । বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ছেড়ে দেবে । অন্তকালে যে শিববাবাকে স্মরণ করবে . . . পরে নারায়ণ ঘরানায় বার বার জন্ম নেবে । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বে আসবে । প্রতি বারে রাজপদ পাবে । ব্যস্ শুধু এইটুকু যে ভালবেসে বাবাকে স্মরণ কর । স্মরণ ভিন্ন ভালবাসবে কিভাবে ! সুখ পেলে তখন স্মরণ করে থাকে । দুঃখ দেয় এমন কোনও কিছুকে ভালবাসা যায় না । বাবা বলছেন - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক তৈরী করি এইজন্য তোমরা আমাকে ভালবাস । বাবার মতে তো চলতে হবে ! আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পড়াতে কখনও গাফিলতি কোরোনা , লড়াইয়ের আগে বাবার থেকে রাজ্যাধিকার পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে ।

২) শ্রীমত্ অনুসারে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে তপস্যারত সত্যকার তপস্বী ও সেবাধারী ভব !

ভক্তিমার্গে দেখানো হয় , তপস্বী বৃক্ষের নীচে বসে তপস্যা করছে । এর একটা রহস্য আছে । তোমাদের বাচ্চাদের নিবাস সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষের মূলে । বৃক্ষের নীচে বসার দরুণ সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুদ্ধিতে স্বতঃই থাকে । তাই সারা বৃক্ষের জ্ঞান স্মৃতিতে রেখে সাক্ষী হয়ে এই বৃক্ষকে দেখ । তবে এই

নেশা , খুশীর উদ্রেক করবে আর এর থেকে ব্যটারী চার্জ হয়ে যাবে এবং সেবা করতে করতে তপস্যাও সাথে সাথে হতে থাকবে ।

স্লোগান :- শরীরের অসুখ কোনো বড় কথা নয় কিন্তু মন কখনও যেন অসুস্থ না হয় ।